শৈলকুপায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক

শৈলকুপা উপজেলার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ মাদ্রাসা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরিফ শেখ (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তি শৈলকুপা উপজেলার ২ নং মির্জাপুর ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চড়িয়ারবিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দপ্তারির কাজ করেন।

স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, তিনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন এমন সময় শ্যামলী পরিবহনের একটি গাড়ী এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় এবং তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

শৈলকুপা থানা অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন

নিরাপদ খাদ্য দিবস আজ

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আজ মঙ্গলবার (২ ফেব্রুয়ারি)। দিবসটিতে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘টেকসই উন্নয়ন-সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ’।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) কার্যক্রম সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতন বৃদ্ধিই এ দিবসের প্রধান লক্ষ্য।

প্রতিবছরের ২ ফেব্রুয়ারি দিবসটি উপলক্ষে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারও সারা দেশের জেলাগুলোতে আলোচনা সভা ও র্যালি হবে। তবে রাজধানীতে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছে বিএফএসএ।

২০১৮ সালে দেশে প্রথমবারের মতো পালিত হয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। ওই বছর সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সচেতন করে তোলার অংশ হিসেবে ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিএফএসএ’র প্রতিষ্ঠার দিনটিকেই এই দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম বকুলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেনেসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাড়কাঁপানো এ শীতে কম্বল হাতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কম্বল পাওয়া প্রান্তিক মানুষরা। সেই সঙ্গে কম্বল পাওয়া দরিদ্র মানুষরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বামন্দী ইউনিয়নে জিয়ার গণসংযোগ

আসন্ন ৪ নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওয়ার্ড ভিত্তিক গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন জিয়ারুল হক জিয়া। প্রতিদিনই কোন না কোন ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে করছেন মতবিনিময় করছেন।

জিয়ার পদচারণায় নির্বাচনী মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সাড়া পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। জিয়াকে নিয়ে ভাবছে সব শ্রেণীর মানুষ।

গতকালও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে গণসংযোগ করে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

দর্শনায় ফসলের জমি ও বনজ সম্পদ নষ্ট না করে একটি সৃজনশীল মিটার স্কেল স্থাপনের দাবী কৃষকদের

ফসলের জমিতে মিটার স্কেল স্থাপন হচ্ছে। ফলে প্রায় ১০ একর ফসলের জমি ও প্রায় দেড় বিঘা জমির বনজ সম্পদ হারিয়ে যাবে। জমির মালিকদের দাবী শুধুমাত্র মিটার স্কেলের জন্য এত জমির ফসল ও বনজ সম্পদ নষ্ট করার প্রয়োজন আছে কি-না তা একবার ভেবে দেখা দরকার কর্তৃপক্ষের।

এছাড়া যে সকল মিটার স্কেল দেশে রয়েছে তার কার্যকারীতা কতটুকু আছে তা দেখার প্রয়োজন। এছাড়া দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে মিটার স্কেল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য সার্ভে হয়েছে। গতকাল সোমবার বনজ সমম্পদ কর্মকর্তা কি পরিমাণ বনজ সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এবং মূল্য নিধারণের জরিপ করেছে।

এদিকে জমির ঠিক মূল্য পাওয়া নিয়ে কৃষকদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাপ-দাদার জমি হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বেশ কয়েক জন কৃষক। যে মাটির গন্ধ নিয়ে তাদের দিন কেটে যেত, সেই মাটিকে হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে কৃষকরা।

সরকারের প্রতি কৃষকদের দাবী দর্শনা রেলগেট থেকে তালবাগান পর্যন্ত এত ফসলের জমি ক্ষতিগ্রস্থ না করে সড়কের দু-পাশের পড়ে থাকা জমিতে মিটার স্কেল করে ফসলি জমি রক্ষা করা যায় কিনা ভেবে দেখা। কারণ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিটার স্কেলগুলো সত্যিকারের কার্যকারিতা আছে কি-না দেখা প্রয়োজন।

ঢাকা যাওয়া আসার পথে যুমুনা সেতুর পারাপারে ওভার লোডিং যানবহন গুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন। সেতু পারাপারের আগে ওভার লোড কমিয়ে অন্য একটি মিনি ট্রাকে বহন করে সেতু পার হয়ে আবার পূর্বের ন্যয় ওভার লোডিং করে কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলাচল করছে বলে একজন ট্রাক ড্রাইভার এ প্রতিনিধিকে জানালেন।

এছাড়া মিটার স্কেলে ওজন করার সময় লোড কমিয়ে স্লিপ নিয়ে পুনরায় লোডিং করে দিব্বি চলাচল করছে। দর্শনা পৌর এলাকার সড়ক পথগুলো বিভিন্ন স্থানে দেবে গেছে। এছাড়া কোথাও কোথাও পিচ উঠে সড়ক পথ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে মিটার স্কেল স্থাপন করে ফসলের জমি নষ্ট না করে যে সকল মিটার স্কেল দেশে রয়েছে তার কার্যকারিতা রক্ষা করার দাবী করেছে এলাকাবাসী।

.

এছাড়া দর্শনা রেলগেট থেকে দর্শনা তাল বাগান পর্যন্ত সড়কের পাশে বিশাল গর্ত বা হন্দর পড়ে আছে, সেখানে ফসলেন জমি বা বনজ সম্পদ নষ্ট না করে একটি সৃজনশীল মিটার স্কেল স্থাপন করা যায় কি-না কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে এলাকার কৃষকরা দাবী করেছেন।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রকে

বলাৎকার, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার হারদি কৃষি ক্লাবপাড়ায় ১ম শ্রেণীর শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে হারদি কানাপুকুরিয়া মাঠের মধ্যে এ বলাৎকারের ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের চাচা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কৃষি ক্লাব পাড়ার আহার আলির ছেলে ইমন (৬) হারদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। সে গতকাল দুপুর ১২ টার দিকে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো।

এ সময় হারদি কৃষি ক্লাবপাড়ার গুলিম হোসেনের ছেলে আরিফুল হক স্কুল ছাত্রকে মিষ্টি খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কানাপুকুরিয়া মাঠের দিকে নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে স্কুল ছাত্রকে মানিকের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে জোরপূর্বক বলাৎকার করে।

স্কুল ছাত্র বলাৎকারের শিকার হয়ে রক্তাক্ত জখম হলে তাকে মাঠের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় আরিফুল। স্কুল ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে বলাৎকারের বিষয়টি পরিবারের নিকট জানায়।

পরে ইমনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের চাচা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে।

কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় ২০৩ বোতল ফেনসিডিলসহ আল তানভীর রোহান (২০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল তানভীর রোহান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শিবপুর এলাকার

রবিউল ইসলামের ছেলে।

র্যাবের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি দল ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে জনৈক মোসলেম এর খাবার হোটেল এর সামনে পাঁকা রাস্তার পাশ থেকে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

এ সময় ২০৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের উপকরণ বিতরণের জন্য পরামর্শ সভা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহীন উদ্দীন শাহীন এর উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পরিষদের অর্থায়নে বাগোয়ান ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের মাঝে টিউবয়েল, সেলাইমেশিন, কম্বল ও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাবান, মাস্ক, হ্যান্ড-স্যানিটাইজার বিতরণ উপলক্ষে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ সভা করেছে জেলা পরিষদের ১ নং ওয়ার্ড সদস্য শাহীন উদ্দীন শাহীন।

গতকাল সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা কমপ্লেক্স গেট এর পাশে এ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউপি ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে ও বাগোয়ান ইউপি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের ১ নং ওয়ার্ড সদস্য শাহীন উদ্দীন শাহীন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ইউপি যুবলীগের সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ড সে¦চ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক জাফর আলী, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা ফিরোজ, ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা

আজমত আলী, ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা লালন শেখ, ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা কৈয়তুল্লাহ, ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা জমির উদ্দীনসহ বাগোয়ান ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বৃন্দ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে জন্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল মেহেরপুর জেলায় যে উন্নয়নের জোয়ার শুরু করেছেন সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমি কাজ করে যাব।

তারই ধারাবাহিকতায় আমি আমার ওয়ার্ড ১ নং বাগোয়ান ইউনিয়নের দরিদ্র জনগণ যাতে সহযোগীতা পায় সে জন্য আমি আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি, কারণ আমি ও আমার জেলা পরিষদ দুর্নীতি মুক্ত। আপনারা প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে দরিদ্র লোক বাছায় করে দিবেন আমি তাদেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার জেলা পরিষদের মাধ্যমে পৌঁছে দিব।

আলমডাঙ্গায় রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা

জমে উঠেছে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। পোস্টার, ব্যানার, আর লিফলেটে ছেয়ে গেছে পুরো পৌর এলাকা। গান-ছন্দে প্রার্থীদের মাইকের আওয়াজ শহর-গ্রামে।
গণসংযোগে রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রার্থনা করছেন ভোট, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। যোগ দিচ্ছেন উঠোন বৈঠকে।

এদিকে, থেমে নেই কর্মীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন ভোটারদের কাছে। থেমে নেই নারী কর্মীরাও। তারাও দলে দলে ভোট চাইতে যাচ্ছেন এ বাড়ি ও বাড়ি।

নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই সরগরম হচ্ছে ভোটের মাঠ। প্রতিদিন প্রতিটি ওয়ার্ডে হচ্ছে কোন কোন প্রার্থীর নির্বাচনী পথসভা।

পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতে অনেক রাত পর্যন্ত চলে সাধারণ ভোটারদের ভোটের করচা। চায়ের কাপে চুমুকের সঙ্গে ছোট ছোট যুক্তিতর্কে ভোটের এবং প্রার্থীর আমলনামার হিসাব মেলান তারা।

চতুর্থ ধাপে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনজন প্রার্থী। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীক নিয়ে মাঠে লড়ছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দীন, জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল প্রতীক না নিয়ে সাবেক মেয়র এম সবেদ আলি মোবাইল ফোন নিয়ে নির্বাচন মাঠে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনীত ২ জনসহ মেয়র পদে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । ৯টি ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ১২ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে, এ পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে বিএনপি এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থী শহিদুল ইমলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘নৌকার প্রার্থী মাঠে ময়দানে বলে বেড়াচ্ছেন, তারা একটি ভোট পেলেও জয়ী হবেন। এতে সাধারণ ভোটাররা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে আশঙ্কায় আছেন।’

জাসদ ও বিএনপি প্রার্থীরা বলেন, ‘আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটায়। তাই তারা বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এবং আমার ভোটারদের হয়রানি করছে।

তবে, এবারের পৌর নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ সুষ্টু নির্বাচনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাসান কাদির গনু বলেন, ‘পৌর নির্বাচনে কোন প্রার্থীর সঙ্গে কিংবা কর্মীদের কোন হয়রানি হবে না। তাদের জনপ্রিয়তা কম হওয়ায় নৌকার প্রার্থীদের নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করছে। আমি মনে করি, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। তাছাড়া কারও পক্ষে

নির্বাচনকে বিতর্কিত করার কোনো সুযোগ নেই। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে নৌকার বিজয় নিশ্চিত হবে।’

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন অফিসার বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ভোট গ্রহণের সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর রয়েছে। আশা করছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ হবে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে ভ্রাম্যমাণ স’মিল

কুষ্টিয়া জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই চলছে ১৩২টি ইটভাটা। এ সব ভাটায় ইট প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলি জমি। আর ইট পোড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি কাঠ। ভাটার সত্ত্বাধিকারীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বসিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ স’ মিল। সেখানে বড় বড় গাছের গুড়ি চিরে ফেলা হচ্ছে ভাটায়। সদর উপজেলার বেশ কটি ইটভাটা ঘুরে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ইট পোড়াতে কোনো জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপন করার কথা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিতেই এখনো ইট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রায় আট কিলোমিটারের মধ্যে তালবাড়িয়া এলাকায় খয়বার প্রামাণিকের মালিকানাধীন কেবিপি ইটভাটা, সাব্বির রানার মালিকানাধীন আরপিকে, বারখাদায় আলাল উদ্দিনের মালিকানাধীন এনবিসি এবং এসএসবি ইটভাটায় স’মিল বসানো হয়েছে।

সদর উপজেলার জুগিয়া, বারখাদা উত্তরপাড়া ও চারুলিয়া এলাকায় জেগে ওঠা গড়াই নদীর চর দখল করে বিস্তৃত করা হয়েছে ইটভাটাগুলো। সূত্র জানিয়েছে, এসব খাস জমির সরকারি হিসাব না থাকায় উচ্ছেদে কার্যকরে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভাটাগুলোতে সাংবাদিক প্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ক্রেতা পরিচয়ে কেবিপি ইটভাটা ঘুরে দেখা গেছে, ইট পোড়াতে বড় বড় গাছের গুড়ি জড়ো করা হয়েছে। ভাটায় কর্মরত এক শ্রমিক বলেন, প্রতি চার লাখ ইট প্রস্তুত করতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আগে দূর থেকে কাঠ চিরে আনা হতো। এতে সময় এবং অর্থ বেশি ব্যয় হতো। যে কারণে ভাটার মালিক নিজেই এক করাত বিশিষ্ট স’মিল স্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে ভাটার মালিক খয়বার প্রামাণিক বলেন, তার ভাটার সব কাগজপত্র ঠিক নেই। তবে সবাই যেভাবে চলছেন, তিনিও সেভাবেই চলছেন। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাতে এক সারিতে ১০টি ভাটা রয়েছে। সবগুলোতে কাঠ পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়।

আরপিকে ভাটার সত্ত্বাধিকারী সাব্বির রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গত ৬ জানুয়ারি ভ্রাম্যমাণ আদালত এসএসবি এবং কেএবি ভাটার চিমনি ভেঙে দিয়ে যায়। সেগুলো মেরামত করে আবারও ইট পোড়ানো হচ্ছে।

কেএবি ইটভাটার মালিক আশরাফ বলেন, ‘ইট প্রস্তুত করতে আগাম কিছু খরচ হয়। সেই টাকা জোগাড় করতে হয়। কারণ ইট বিক্রির পরে লাভের টাকা হাতে আসে। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ভাটায় প্রায় দুই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন ইট পোড়াতে না পারলে জেল খাটতে হবে।’

বারখাদা উত্তরপাড়ায় দুটি ভাটার মালিক আলাল উদ্দিন। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগ নেতা পরিচয় দেন। এলাকায় তার প্রভাবও রয়েছে। প্রায় একশ বিঘা আবাদি জমি দখল করে তিনি গড়ে তুলেছেন এনবিসি এবং এএসএসবি ভাটা। সেখানেও বসানো হয়েছে স’মিল।

আলাল উদ্দিনের ছেলে সিহাব উদ্দিন বলেন, কিছু কিছু সময় তারা কাঠ ব্যবহার করেন। ভাটার কাগজপত্র আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একটির সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। অন্যটির বৈধ কাগজ নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

জুগিয়া থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর পর্যন্ত এক সারিতে রয়েছে অন্তত ১০টি ইটভাটা। এর মধ্যে এমইবি নামে একটি ইটভাটার মালিক কুষ্টিয়া পৌরসভার কমিশনার মহিদুল ইসলাম। পাশেই এমএসকে ইটভাটার মালিক তার ভাই মাহাবুবুল ইসলাম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কানা বিল মোড় থেকে জুগিয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার জন্য এই দুটি ইটভাটা দায়ী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তিনি মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগী কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তাসহ আহ্বায়ক কমিটি অনুসন্ধান করা এবং আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডা. এসএম মুসতানজিদ বলেন, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। যে কারণে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ হচ্ছে না।

তবে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না এ কথা ঠিক না। গত একমাসে এ ধরণের ২৭টি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, ‘অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সব ভাটায় অভিযান চলবে।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস দ্বিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের মতামত গ্রহণের বিধান থাকলেও প্রায় কখনই তা নেওয়া হয় না।’

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৪৯টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩২টির বৈধতা নেই।

উল্টো রথ গত শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি ঘোষণা দিয়েছে, ইটভাটা প্রশাসনের অভিযান বন্ধ করা না হলে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইট বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অভিযান বন্ধের দাবিতে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।

সভায় তারা অভিযোগ করেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানের কারণে ইট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লিখিত বক্তব্য পড়ে সমিতির সভাপতি এবং ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মিঠু বলেন, ‘নানা অজুহাতে ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হলে করোনাকালে কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হবে।’

সভায় আক্তারুজ্জামান মিঠু সভাপতিত্ব করেন। এ সময় খুলনা বিভাগের প্রায় ৭০ জন ‘অবৈধ’ ভাটা মালিক উপস্থিত ছিলেন। তারা অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত আইনের ৮(ঙ) ধারা পরিবর্তন করায় আইনী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে তারা নিবন্ধন করতে পারেননি।